মাজমপুরের বাহাছ

সাং কামটা, পোঃ দেবীশহর, থানা - দেবহাট্টা, জেলা - খুলনার

খয়রুল্লাহ কর্ত্তৃক সংগৃহীত।

জেলা উত্তর ২৪ পরগণা, বশিরহাট মাওলানাবাগ নিবাসী খ্যাতনামা
পীর, মুহাদ্দিছ, মুফাচ্ছির, মুবাল্লিগ, মুবাহিছ, ফকিহ শাহ্ সুফী
আলহাজ্জ হজরত আল্লামা—

মোহাম্মদ রুহুল আমিন (রহঃ)

কর্ত্তৃক প্রকাশিত

ও

তদীয় ছাহেবজাদা শাহ্সুফী জনাব হজরত পীরজাদা মাওলানা
মোহাম্মদ আব্দুল মাজেদ (রহঃ) এর পুত্রগণের পক্ষে
মোহাম্মদ শরফুল আমিন কর্ত্তৃক ।

ও

বশিরহাট "নবনূর প্রেস" হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

তৃতীয় সংস্করণ সন ঃ ১৪১০ সাল

মূল্য — ৭ টাকা মাত্র

الحمد لله رب العلمين و الصلوة و السلام على رسوله سيدنا محمد و آله و صحبه اجمعين

মাজমপুরের বাহাছ

মাজমপুর বাহাছ উপলক্ষে মোহাম্মদিগণ একখানা মিথ্যাপূর্ণ বিজ্ঞাপন ছাপাইয়া বঙ্গের নানাস্থানে প্রচার করিতেছেন, কিন্তু হানাফিগণ অনেক দিবস হইতে অবগত আছেন যে, মজহাব বিদ্বেষীগণ হারিয়া ঠকিয়া নিরুত্তর হইয়া স্ব-সমাজে গিয়া মিষ্টান্ন খয়রত দিয়া থাকেন, এই সেদিন তাঁহারা কোটচাঁদপূরে হারিয়া নিরুত্তর হইয়া কোন গতিকে সরিয়া পড়িয়া হাপ ছাড়িয়াছেন, তুব কাগজে নিজেদের জয়ডঙ্কা বাজাইতেছেন। হানাফিগণ এইরূপ ভণ্ডামিপূর্ণ বিজ্ঞাপনে প্রতারিত হন না। হানাফিগণ ইহাই জানেন যে, মজহাব - বিদ্বেষীগণ কেবল মিথ্যা কথার জোরে নিজেদের মজহাব রক্ষা করিয়া রাকেন, তাহাদের ছোটটাও যেরূপ মিথ্যাকথা বলে, বড়টাও সেইরূপ মিথ্যা কথা বলে, তাহাদের মৌলবীরাও যেরূপ মিথ্যা কথা বলেন, তাহাদের সাধারণ লোকেরাও সেইরূপ মিথ্যা কথা বলে। তাহারা আহলে - হাদিছ হওয়ার লম্বা চওড়া গালগল্প করিয়া থাকে,

কিন্তু হাদিছের কোন কেতাবে মিথ্যা কথা বলিয়া দল রক্ষা করা জায়েজ বলিয়া লিখিত আছে কি? তাহারা লান-তান করিতে অশ্লীল ভাষা প্রয়োগ করিতে এত পটু যে, কবির খেউড়কারিয়া তাহাদের নিকট হার মানে। তাহাদের কাণ্ড-কারখানা দেখিয়া সাধারণ লোকদের মনে হয় যে, আহলে - হাদিছ কথার অর্থই কবির খেউড়কারী, বা মিথ্যাবাদী। পাঠক, হজরতের দুইটি হাদিছ আপনাদের সমক্ষে পেশ করিতেছি, ইহাতে তাহাদের ধর্ম্ম ও ইমানের অবস্থা বেশ বুঝিতে পারিবেন।

প্রথম হাদিছ ;—

"এমাম তেরমেজি হজরত এবনে-মছউদের (রাঃ) ছনদে হজরতের এই উক্তি বর্ণনা করিয়াছেন, ইমানদার ব্যক্তি লানতানকারী, অশ্লীলভাষী ও লজ্জাহীন হয় না।

দ্বিতীয় হাদিছ ;—

"এমাম আহমদ হজরত আবু ওমামার ছনদে হজরতের এই হাদিছটী বর্ণনা করিয়াছেন, বিশ্বাসঘাতকতা ও মিথ্যা ব্যতীত ইমানদার ব্যক্তির সমস্ত প্রকার চরিত্র হইতে পারে।"

এখন আপনারা লানতানকারী ও মিথ্যাবাদী সম্প্রদায়ের ধর্ম্মাধর্ম্মের সার্টিফিকেট পাইলেন। তাহাদের লানতানের প্রমান তাহাদের লিখিত পুস্তক-পুস্তিকায় বা প্রচারিত পত্রিকায় পাইবেন। আর তাহাদের মিথ্যা কথার প্রমাণ মাজমপুর ও কোটচাঁদপুরের পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামবাসিদের নিকট পাইবেন।

মাজমপুরে বাহাছ করা ও না করা ও জয় পরাজয়ের ইহাই জ্বলন্ত প্রমাণ যে, আপনারা অনুসন্ধান করিলে জানিতে পারিবেন যে, উক্ত সভার পরে কয়জন মোহাম্মদী হানাফী হইয়াছিলেন বা কয়জন হানাফী মোহম্মদী

হইয়াছিলেন? আমরা প্রমাণ দিতে পারি যে, সভায় কয়েকজন মোহাম্মদী হানাফী হইয়াছিলেন এবং এখনও তাহারা জীবিত আছেন। দেশের লোকেরা এই সংবাদ জানেন। এক্ষনে জিজ্ঞাস্য এই যে, হানাফিরা বাহাছ করিতে চাহিলেন না, আর মোহাম্মদিগণ বাহাছ করিতে প্রস্তুত ছিলেন, তবে কি জন্য কয়েকজন মোহাম্মদী হানাফি হইলেন? ইহাতে মোহাম্মদী দলের মিথ্যাবাদিতা প্রকাশ হইল না কি? মোহাম্মদিদের বিজ্ঞাপনের হেডিং এ লেখা আছে, "মিথ্যাবাদিদের উপর লানত হউক।" এক্ষণে এই লনত কাহাদের উপর পড়িল ?

শনিবার দিবাগত রাত্রি দ্বিপ্রহরের পরে মজহাব - বিদ্বেষী দবিরদ্দিন মণ্ডলের জামাতা রহমান মণ্ডল মজহাব বিদ্বেষী মৌলবীর দলকে বক্‌জুরী লইয়া যাইতেছিল, মজহাব-বিদ্রোহী এছমাইল মণ্ডলের বাটির নিকট পৌছলে বৃষ্টীপাত আরম্ভ হইল, তখন রহমান মণ্ডল উচ্চস্বরে বলিতে লাগিত, এছমাইল শীঘ্র উঠ, মৌলবীরা ভিজিয়া গেল, তখন সে বলিল, আর উঠিয়া কি করিব? যাক ভিজে যাক, যাহা হইবার তাহা হইয়াছে। বারম্বার ডাকিয়া তাহাকে সঙ্গে লইয়া তাহারা সকলেই ভিজিতে ভিজিতে বক্‌জুড়ী ভুলুই মণ্ডলের বাটি গিয়া ডাকিতে লাগিল। তাহারা চোর ধারণায় লাঠি বাহির করিল। মৌলবীরা বলিলেন আমরা গো- মাজমপুরে বাহাছ করিতে গিয়াছিলাম। গৃহস্থেরা জিজ্ঞাসা করিল, বাহাছে কি হইয়াছে? ইহারা বলিলেন, আমরা জিতিয়াছি। গৃহস্থেরা বলিল, হানাফিরা জিতিয়াছেন? ইহারা বলিলেন সে ত আমরা। তখন তাহারা তাহাদিগকে স্থান দেয়। রহমান মণ্ডল বাটি হইতে ভাত লইয়া গিছাছিল, তাহাই সেখানে তাহাদিগকে খাইতে দেওয়া হয়। গৃহস্থেরা সকালে দেখে যে ইহারা মজহাব - বিদ্বেষী মৌলবীর দল — তখন ইহাদিগকে এই বলিয়া দূর দূর করিয়া তাড়াইয়া দেয়, তোমরা মিথ্যাবাদী, বেইমান, মৌলবী নাম ধরিয়াছ, এখান

হইতে চলিয়া যাও, তখন তাহারা চলিয়া গেলেন। ইহাই মোহাম্মদী মৌলবীদের বিজয় গৌরবে গৌরবান্বিত হওয়ার লক্ষণ কি? দারোগা বাবু এখনও জীবিত আছেন, তিনি কয়েক সহস্র লোকের সমক্ষে একথা বলিয়াছিলেন যে, মোহাম্মদী মৌলবীগণ যখন বাহাছ করিতে চাহেন না, তখন আপনারা পীড়াপীড়ি করিতেছেন কেন? সভার সমস্ত লোক দারোগা বাবুর এই কথার সাক্ষ্য দিবেন, ইহাতে কি আপনাদের মিথ্যা কথা প্রকাশ হইয়া পড়িতেছে না? যে লোকের সমস্ত রাত্রি কানমলা হইয়াছে, তবু তাহার বেএজ্জতি হইল না? এহেন লোক কি কখন হারিবে?

এখম মাজপুরের বাহাছের আদ্যোপ্রান্ত সত্য ঘটনা শুনুন ও মোহাম্মদী মৌলবীদের বিজ্ঞাপনের সহিত মিলাইয়া দেখুন এবং উক্ত গ্রামের পার্শ্ববর্ত্তী বিশখানা গ্রামের লোকের নিকট জিজ্ঞাসা করুন কাহারা মিথ্যাবাদী; তবে সহজে বুঝিতে পারিবেন।

মজহাব- বিদ্বেষীদের প্রথম সভা

সন ১৩২৫ সালের ২৭/২৮ চৈত্র তারিখে ২৪ পরগণা জেলা, বশিরহাট মহকুমা হাড়োয়া থানার অধীনে মাজমপুর গ্রামে মজহাব - বিদ্বেষী দল একটি ধর্ম্মসভা হইবে বলিয়া বিজ্ঞাপন প্রচার করে। সভার এক দিবস পূর্ব্বে এক খণ্ড বাহাছের বিজ্ঞাপনও হানাফিদিগের হস্তগত হয়। তখন মাজমপুরের হানাফী মুনশী সুলতান আহমদ সরকার সাহেব হাড়োয়া থানার দারোগা বাবুর নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, মজহাব - বিদ্বেষীদল ধর্ম্মসভার বিজ্ঞাপন দিয়া সভার মধ্যে বাহাছ করিবে বলিয়া অন্য বিজ্ঞাপন প্রচার করিবে, উক্ত বাহাছ সংক্রান্ত একখানা বিজ্ঞাপন আমাদের হস্তগত হইয়াছে। আর তাহারা সভার মধ্যে হানাফিগণকে গালি দিবে। অন্যান্য গ্রামের হানাফিগহণ ধৈর্যচ্যুত হইয়া শান্তিভঙ্গ করিতে পারে, ইহাতে গ্রাম্য

নির্দ্দোষ হানাফিগণও দায়ী হইতে পারেন, কাজেই আপনাকে সভায় যোগদান করিতে হইবে। সভার দিবস দারোগা বাবু সভাস্থলে উপস্থিত হইলেন। মজহাব - বিদ্বেষী মৌলবীগণ সভায় হানাফিদ্দিগকে গালি দিতে লাগিল; আর আমরা বাহাছ করিব, এই মর্ম্মের একখানা বিজ্ঞাপন বিতরণ করিতে লাগিল। দারোগা বাবু তাহাদের ওয়াজ শুনিয়া বলিলেন, আর তোমাদ্দিগকে বুজলো দেওয়া ওয়াজ করিতে হইবে না।

মৌলবী এফাজদ্দিন ক্বোর-আন শরিফ হাতে লইয়া কোরাণের উপর হাত রাখিয়া বলিতে লাগিল যে, শপথ করিয়া বলিতেছি যে, মজহাব নাই। আমার এই মত ঠিক। তোমারা সকলেই এই মত ধর। যদি এই মতের কোন দোষ থাকে তবে এই দেখ, আমি কোর-আনের উপর হাত দিয়া শপথ করিয়া বলিতেছি ইহার দায়িক আমি কেয়ামত পর্য্যন্ত থাকিব। আর তোমরা আলেম আনিয়া মোকাবালা করাইয়া লও, আর গালি দিয়া বলিতে লাগিল, মজহাব নাই, মাজহাব নাই শতবার বলিতেছি। হানাফি আলেমগহণ শরিয়তের দলীল হইতে মজহাব দেখাইতে পরিবেন না, আর আপনারা হানাফি আলেম আনিয়া যাচাই করিয়া দেখুন। পুলিশের সামনে বলিতেছি যদি বাহাছে হারি হাজার টাকা দণ্ড দিব, আর সমস্ত মোহাম্মদী হানাফি হইবে এবং গোলাম হইয়া থাকিব, আপনারা হানাফি আলেম আনিয়া আমাদ্দিগকে খবর দিলে গোলামের ন্যায় নিজ খরচে হাজির হইয়া বাহাছ করি ব। যদি বিশ্বাস না হয়, তবে আমাদের হাত বাঁধিয়া রাখিয়া হানাফি আলেম আনুন, গোলামেরা হাজির আছে। বাহাছের নাম শুনিলে, হানাফি আলেম আসিবে না। যদি আসেন, তবে আমাদের নাম শুনিলে পালাইবেন। আরও মৌলবী এফাজদ্দিন কোমর দোলাইয়া বলিতে লাগিলেন, কোমরে জোর না থাকিলে, ছেলে হয় না, আমাদের কোমরে জোর আছে, তাই বলিতেছি। এই কথা শুনিয়া আকন্দবেড়িয়ার বদরদ্দিন

মণ্ডল বলিলেন, তোমরা আলেম না কি? তোমাদের সব মিথ্যা। মৌলবী এফাজদ্দিন বলিলেন, বড়মিঞা থাম। এসলাম মণ্ডল নামীয় একটি ছেলে-মানুষ বলিয়া উঠিল, ওয়াজের নাম করিয়া কবি গাইতেছে, উহাদিগকে মার। এই কথা শুনিয়া হুলস্থুল হইল। আর বলিতে লাগিলেন, কবি গাওয়া হইতেছে? মজহাব বিদ্বেষী মৌলবিগণ ওয়াজ বন্ধ করিয়া কাঁপিতে লাগিল। দারোগা বাবু এই বলিয়া থামাইতে লাগিলেন যে, ওয়াজ হউক, আর কবি হউক তোমরা চলিয়া যাও। ইহা শুনিয়া সমস্ত লোক চলিয়া গেলেন। ওয়াজ ভাঙ্গিয়া গেলে, মৌলবিগণ মজহাব - বিদ্বেষী দবিরুদ্দিন মণ্ডলকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ঐ ছোকরা কে? তিনি বলিলেন, ঐ ছোকরাটি আমার ভাগিনা। এই মৌলবীগণ বলিলেন, ছেলে মানুষের হুকুম শুনিয়া সমস্ত লোক ক্ষেপিয়া উঠে। দবিরদ্দিন মণ্ডল বলিল, হুকুম পাইলেই হয়। পরদিন সভা আরম্ভ করিল বৃষ্টীপাত হওয়ায় সভা ভঙ্গ হইয়া গেল। মজহাব বিদ্বেষী মৌলবিগণ চলিয়া গেলে, রাস্তাঘাটে মাঠে ঝগড়া বাঁধিতে লাগিল। ইহা দেখিয়া অনেকগুলি হানাফি লোক মুনশী সোলতান আহমদ সাহেবের নিকট আসিয়া বলিলেন, মজহাব - বিদ্বেষী লোকেরা হানাফি মজহাবের উপর নানা প্রকার দোষ দিতেছে ইহা কি সত্য? তিনি বলিলেন, সমস্তই মিথ্যা। একটী সভা করা আমাদের কর্ত্তব্য তাহা হইলে দেশে শান্তি হইবে ও হানাফি দিগের মনের সন্দেহ দূরীভূত হইবে।

তৎপরে উক্ত মুনশী সাহেব মাওলানা মোহম্মদ রুহল আমিন সাহেবের নিকট গিয়া একটী ধর্ম্মসভার জন্য ১৬ই জ্যেষ্ঠ শুক্রবার দিন স্থির করিয়া আসেন। একটী ধর্ম্মসভা উক্ত তারিখে হইবে বলিয়া একখানা বিজ্ঞাপন চারিদিকে প্রচার করা হয়। সভার ২/৩ দিবস পূর্ব্বে মজহাব - বিদ্বেষীরা একখানা বাহাছের বিজ্ঞাপন পথের বৃক্ষ সমূহে লাগাইয়া দিল, উহার মর্ম্ম এই যে, হানাফি ও মোহাম্মদিগণের মধ্যে বহু দিবস হইতে যে

বাদানুবাদ চলিয়া আসিতেছে, তাহার মীমাংসার স্বর্ণ সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে। আমরা বহু ব্যয় করিয়া মৌলবিগণকে আনিয়াছি। যদি হানাফিরা বাহাছ করিতে না চাহেন, তবে তাহাদের মজহাব বাতীল বলিয়া প্রমাণিত হইবে। মাজপুরের মুনশী সোলতান আহমদ ছাহেব উহাদের বাহাছের সম্বন্ধে বিজ্ঞাপন পাইয়া কলিকাতা উপস্থিত হইয়া হানাফি আলেমগণকে এই সংবাদ জ্ঞাপন করেন। তৎশ্রবণে হানাফি আলেম হাজ্বি লাল খাঁ সাহেব একজন খোরাসানি মাওলানা সহ মাজমপুরে উপস্থিত হন। মৌলবী আবদুল জুব্বার সাহেব ও মাওলানা ইয়া আলি সাহেব উক্ত সভায় যোগদান করেন। মাওলানা মোহম্মদ রুহল আমিন সাহেব বহু কেতাব পত্র লইয়া মাজমপুরে উপস্থিত হন। পূর্ব্ব দিবসে মজহাব বিদ্বেষীদের মৌঃ এফাজদ্দিন, মৌঃ বাবর আলি, মৌঃ আব্বাছ আলী, মৌঃ আবদুল্লাহ ও মৌঃ ছোলায়মান মাজমপুরে উপস্থিত হইয়াছিলেন। হানাফি আলেমগণের মাজমপুরে আগমনের পূর্ব্বে মজহাব - বিদ্বেষী মৌলবিগণ আস্ফালন করিয়া বলিতে লাগিলেন যে, হানাফি মৌলবিগণ আমাদের ভয়ে আসিবেন না, আর যদি উপস্থিত হইয়া আমাদের সংবাদ শুনেন, তবে পলায়ন করিবেন, কিন্তু যখন হাজি লাল খাঁ ও খোরাসনি মাওলানার আগমন বার্ত্তা তাঁহাদের কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল, অমনি মৌলবি এফাজুদ্দিন ও মৌলবি ছোলায়মান হাড়োয়া থানার দারোগা বাবুর নিকট সভা বন্ধ করার অনুরোধ করিতে উপস্থিত হইলেন, কিন্তু ইহাতে কোন ফল ফলিল না। হানাফি পক্ষের সমস্ত আলেম পৌঁছিলে, মাজমপুরে লোকে লোকারণ্য হইয়া গেল। মজহাব - বিদ্বেষী মৌলবিরা তাহাদের জোমার ঘরের পথ ভুলিয়া অন্য পথে চলিয়া গিয়াছিল, অথচ তাহারা কয়েকবার উক্ত ঘরে নামাজ পড়িতে গিয়াছিলেন, ইহা কি তাহাদের ভয়ে আতঙ্কিত হওয়ার লক্ষণ নহে?

দ্বিতীয় সভার বিবরণ

জোমার নামাজ পরে দারোগা বাবু সভায় উপস্থিত হইলেন, ধৰ্ম্মসভা অথবা বাহাছ সভার স্থান হানাফিদিগের জোমার ঘরের নিকট স্থির করা হইয়াছিল, দেখিতে দেখিতে সভায় বহু লোকের সমাগম হইল। দারোগা বাবু সভায় ছিলেন, এমতাবস্থায় ফাজিলপুরের মুনশী গোলাম সোবহান, স্থানীয় দবিরদ্দিন মণ্ডল ও অন্যান্য প্রায় ২০/২৫ জন লোক মছজিদের সন্মুখে আসিয়া মাওলানা মোহম্মদ রুহল অমিন ও মৌলবি আবদুল জব্বার সাহেবদ্বয়কে বাহাছ করার সম্বন্ধে প্রস্তাব করেন, ইহাতে উক্ত সাহেবদ্বয় বলেন, আমরা বাহাছের জন্য প্রস্তুত আছি। আপনারা আপনাদের মৌল্লবী সাহেবগণকে ডাকিয়া আনুন। বহু লোক এই কথার প্রমাণ আছে। তাহারা ইহা শ্রবণ করিয়া চলিয়া গেলেন, কিন্তু তাহাদের মৌলবিগণ রাত্রি ৮টা অবধি বাহাছ সভায় উপস্থিত হইলেন না কিছুদিন পরে দারোগা বাবু হানাফিদিগের সবা হইতে মোহাম্মদী মৌলবিগণের নিকট উপস্থিত হইয়া দেখেন যে, তাহারা সামান্য কতিপয় মজহাব - বিদ্বেষী লোক লইয়া গাছতলায় সভা করিতেছে। দারোগা বাবু (বিদ্রূপ ভাবে) বলিলেন, বাহবা বেশ হচ্ছে, গাছের পাতা নড়িতেছে। তৎপরে তিনি বাহাছের সম্বন্ধে বহু আলোচনা করেন, শেষে তিনি মজহাব বিদ্বেষী চেলাদিগকে বলেন, তোরা যে বাহাছ করিস্, ঐ বুড়া (মৌঃ এফাজদ্দিন) যদি মরে, তাহলে উহার মুখে জল দিবে কে? দারোগা বাবুর এই কথা আনেছ মল্লিক প্রভৃতি বহু লোক শুনিয়াছিলেন। তৎপরে দারোগা বাবু মজহাব - বিদ্বেষীদের সভা হইতে ফিরিয়া আসিলে, হানাফি আলেম মাওলানা মোহম্মদ রুহল আমিন সাহেব দারোগা বাবুকে মজহাব - বিদ্বেষীদের বাহাছ স্থলে উপস্থিত না হওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন; ইহাতে দারোগা বাবু বলিলেন, তাঁহারা বাহাছ করিতে আসিতে চাহেন না,

ইহা সভার সমস্ত লোক শুনিয়াছিলেন।

প্রথমে মাওলানা ইয়াদ আলী সাহেব কোর-আন হাদিছ উল্লেখ করিয়া সুন্দর ওয়াজ করেন, তৎপরে মাওলানা মোহম্মদ রুহল আমিন সাহেব সমবেত জনমণ্ডলীকে কোর-আন ও হাদিছ হইতে মজহাবের অকাট্য প্রমাণ ও মতভেদ ঘটিত মছলাগুলির প্রমাণ পেশ করিলেন। তৎপরে হাজি লাল খাঁ সাহেব দণ্ডায়মান হইয়া উর্দ্দুতে বলিলেন, সভাতে যে মজহাব - বিদ্বেষীরা উপস্থিত আছেন, তাহারা তাহাদের মৌলবিগণকে বলুন যে প্রথমে আমরা তাহাদের বিদ্যার পরীক্ষা করিব, আমার সহিত তাহাদিগকে পাঁচ মিনিট আরবিতে কথা বলিতে হইবে কিম্বা দুই ছত্তর উরদুকে আরবিতে অনুবাদ করিয়া দিতে হইবে অথবা দুই ছত্তর আরবির উর্দ্দু অনুবাদ করিয়া দিতে হইবে, যদি পারেন, তবে তাহারা পরীক্ষা দিতে আসুন, আর যদি না পারেন তবে তাহারা কোর-আন ও হাদিছ কিরূপে বুঝিবেন এই নিরক্ষর লোকদের সহিত বাহাছ করাও বৃথা।

সন্ধ্যার পরে পুনরয় মাওলানা মোহম্মদ রুহল আমিন সাহেব মজহাব ও অন্যান্য বিষয়ের ওয়াজ করিলেন; দারোগা বাবু মুনশী সোলতান আহমদ সরকার প্রভৃতি হানাফিগণকে সন্ধ্যার পরে জিজ্ঞাসা করিলেন আপনাদের সভা কল্য হইবে কি না? তাহারা বলিলেন, কল্য সভা করিবার কথা নাই, তবে মজহাব বিদ্বেষী মৌলবীগণ তাহাদের চেলাদিগকে বলিতেছে যে, হানাফি গণ আমাদিগকে ডাকিতে আসিলেন না, আমরা কি করিয়া সেই স্থানে যাই, সেই জন্য বাহাছের বিজ্ঞাপন দিতেছি। যখন তাহারা এইরূপ মিথ্যা কথা প্রচার করিতেছে, তকন আমরা হানাফিগণ কল্য সভা করিতে চাহি। দারোগা বাবু বলিলেন, তাহারা বাহাছ করিবে না। মুনশী সুলতান আহম্মদ সরকার সাহেব বলিলেন, আমরা কল্য তাহাদিগকে ডাকিব

তাঁহারা বাহাছে উপস্থিত হউক আর নাই হউক, কল্য বেলা ১০টা অবধি সভা করিব।

হানাফিদিগের সভা ভঙ্গ হওয়া কালে সভাস্থ একজন লোক দাঁড়াইয়া বলিল, আমরা বাহাছ শুনিতে আসিয়াছি, তাহা ত শুনিলাম না। তখন মাওলানা মোহাম্মদ রুহল আমিন সাহেব বলিলেন, মজহাব - বিদ্বেষীগণকে বহু লোকের সাক্ষাতে তাহাদের মৌলবিদিগকে বাহাছ সভায় হাজির করিতে বলা হইয়াছে এবং দারোগা বাবু তাহাদিগকে বলিয়াছেন, কিন্তু তাহাদের মৌলবিগণ কিছুতেই বাহাছ করিতে সাহসী হইলেন না। আচ্ছা, আমরা কল্য ১০টা অবধি সভা করিব, যদি আপনারা (সভাস্থ লোক) তাহাদিগকে কল্য হাজির করিতে পারেন, তবে আমরা বাহাছ করিতে প্রস্তুত আছি।

১৭ই শনিবার প্রভাতে দুই পক্ষের আলেমগণের বসিবার পৃথক পৃথক স্থান করা হইল। তৎপরে স্থানীয় নাছের মণ্ডল এছমাইল মণ্ডল, হারুণ মণ্ডল, আনেছ মল্লিক, হেরাছত উল্লা মল্লিক, শেখ রবিয়োজ্জামান, শানপুকুরিয়ার মৌলবী, আবদুল জব্বার খাঁ, মুনশী মাহমুদালি খাঁ, মুনশী দওলত মিঞা, নাটাপুকুরিয়া সাকিনের মুনশী হামিজদ্দিন মোল্লা, মনশী মেহের মোল্লা প্রভৃতি অনেক লোক মজহাব - বিদ্বেষী মৌলবিগণকে বাহাছের জন্য ডাকিতে গেলেন, তাঁহারা তথায় উপস্থিত হওয়া দেখেন যে মজহাব - বিদ্বেষী মৌলবিগন দারোগা বাবুকে কি বুঝাইতেছেন যে, দারোগা বাবু উহা শুনিয়া বলিলেন আমি উহা বুঝি না। মৌলবিগণ আহ্বানকারী লোকদিগকে দেখিয়া দহলিজে উঠিলেন, আমরাও দহজিলে উঠিলাম, তাহারা আর কোণের দিকে সরিয়া গেলেন। তাহারা বলিলেন কল্য নাকি আপনাদিগকে ডাকা হয় নাই বলিয়া আপনারা যান নাই। অদ্য চলুন, আমরা আপনাদিগকে ডাকিতে আসিয়াছি। তাহারা উত্তরে

বলিলেন, বাহাছের দলীল রেজিষ্ট্ররি করুন, তবে বাহাছ করিব। হানাফিগণ বলিলেন, রেজিষ্টরি করিতে হয় আলেমগণ করিবেন, আপনারা সভাস্থলে চলুন। মৌলবিগণ উত্তর না দিয়া একখানা কাগজে লিখিয়া উচ্চ করিয়া দেখাইয়া বলিলেন, ইহা কি বাহাছ নহে? হানাফিগণ বলিলেন, আপনার হস্তে থাকিল, বাহাছ কি বুঝিব। মৌলবিগণ বলিলেন মজহাবের কথা ভিন্ন অন্য কথা বলিতে পারিবেন না, ইহা রেজিষ্ট্ররী করিতে হইবে। হানাফি শেখ রবিয়োজ্জমান বলিলেন, সভাস্থলে গিয়া মজহাব মজহাব বলিলে বাহাছ হইবে। হানাফিগণ বলিলেন, আপনারা পূর্ব্ব ওয়াজে এত আস্ফালন করিয়াছিলেন, আপনাদের ভয়ে নাকি হানাফি আলেমগণ পলায়ন করেন কোর-আন হাদিছে নাকি মজহাব নাই, আমাদিগকে আপনাদের হাত বাঁধিয়া রাখিতে বলিয়াছিলেন, সংবাদ পাইলে নিজের খরচে আসিয়া বাহাছ করিবেন, আমাদের ধর্ম্মসভা হইবে, আর আপনারা বাহাছের বিজ্ঞাপন বিলি করেন, এখন বাহাছ করিতে এত বাহানা করেন কেন? যখন আপনাদের এত ভয়, তখন এত আস্ফালন করা বাতুলতা নহে কি? এরূপ ধোকাবাজি করেন কেন? আপনারাইত বিজ্ঞাপনে লিখিয়াছেন যে, যাহারা বাহাছে উপস্থিত না হইবে তাহারা পরাজিত হইবে। তাহারা এই বলিয়া উঠিয়া চলিলেন, তখন মৌলবিগণ বলিলেন, আপনারা চা খান, হানাফিগণ বলিলেন, আমরা চা খাইতে আসি নাই, যাইবেন কিনা? মজহাব বিদ্বেষী দবিরদ্দিন মণ্ডলের মামু মজহার মণ্ডল বলিলেন, বাবাসকল যাহাতে যাহা হইয়াছে বুঝিতে পারিয়াছি, আপনারা যান, মৌলবীরা যাইবে না, এক জনের পেট নামিতেছে বলিয়া চলিয়া গিয়াছে। দাঁত কাটিয়া বলিতে লাগিলেন, কি বলিব রে দবিরদ্দিন, উহাদিগকে ঘাড় ধরিয়া লইয়া যাওয়া ভাল। ইহা শুনিয়া হানাফিগণ চলিয়া আসিলেন। ইতিপূর্ব্বে হাড়োয়ার কচি মীর সাহেব ও শেখ এলাহি বখশ সাহেব সভায় আসিয়া বলিলেন,

মৌলবী আব্বাছ আলী পালাইতেছেন। হানাফিগণ আসিয়া বলিলেন, মৌলবী আব্বাজ আলী পালাইয়াছেন। হানাফিদিগের সভায় ওয়াজ আরম্ভ হইল, মজহাব-সংক্রান্ত বিস্তর দলীল পেশ করা হইল, এমতাবস্থায় সভার পূর্ব্বদিকে পথিমধ্যে কয়েকজন মজহাব - বিদ্বেষী মুনশী সুলতান আহমদ সাহেবকে বলিতে লাগিল, দারোগা বাবু বলিতেছেন যে, হানাফিরা বাহাছ করিবেন না। তখন মুনশী দারোগা বাবুকে ডাকিয়া বলিলেন, দারোগা বাবু আপনি নাকি বলিতেছেন যে, হানাফিরা বাহাছ করিবেন না। দারোগা বাবুকেবলিল ? তিনি এই মজহাব - বিদ্বেষীদের দিকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, ইহারা বলিতেছে। দারোগা বাবু বলিলেন, আপনি চাষা বেটাদের কথা শুন্‌ছেন। ও বেটারা যে মুর্খ, আপনি আপনার কাজে যান, ইহা বলিয়া জুতা সহ পদাঘাত করার ইচ্ছায় পা তুলিয়া বলিলেন, দূর হ ; দূর হ; বেটারা দূর হ; যত বেটা গণ্ড মুর্খ জুটে কয়েকটা মুর্খ এনে গণ্ডগোল করিতেছে। ওরা কি বলে, কি হয় তাহা বুঝা যায় না, পণ্ডিত দেখিস ত এই সভায় যা।

বেলা আন্দাজ ৯টার সময় মজহাব - বিদ্বেষীদিগের নেতা দবিরদ্দিন মণ্ডল একখানা হস্তলিখিত শর্ত্তনামা আনিয়া উপস্থিত করিলেন। মাওলানা মোহম্মদ রুহুল আমিন সাহেব তখনই সেই বিজ্ঞাপনে দস্তখত করিতে প্রস্তুত হইয়া বলিলেন, আচ্ছা, আপনাদের শর্ত্তনামায় যাহাই হইতেছে আমরা তাহাই স্বীকার করিয়া দস্তখত করিতেছি। কিন্তু আমাদের এই দুইখানা শর্ত্তনামায় আপনাদের মৌলবিগণের দ্বারা দস্তখত করাইয়া আনুন, এইক্ষণেই বাহাছ আরম্ভ হইবে। দবিরদ্দিন মণ্ডল দুইখানা শর্ত্তনামা সমন্বিত বিজ্ঞাপন লইয়া গিয়া তাহাদের মৌলবীর দলকে দেখাইয়া অনেক্ষণ পরে ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, আমাদের মৌলবির দস্তখত করিতে চাহেন না। তখন মাওলানা রুহুল আমিনসাহেব বলিলেন, দারোগা বাবু আপনি সাক্ষী

থাকুন যে, তাহারা বাহাছ করিল না। দারোগা বাবু বলিলেন, হ্যাঁ, মহাশয় তাহারা কিছুতেই বাহাছ করিবে না, আমি তাহাদিগকে অভয় প্রদান করিয়া বাহাছ করিতে খুব বলিয়াছি।

তখন সমবেত জনমণ্ডলী জয় হানাফিদের জয় শব্দে সভাস্থল মুখরিত করিয়া তুলিলেন, সভা ভঙ্গ হইল, মোহম্মদিদের মুখে চুনকালি পড়িল। তৎপরে কয়েকজন মোহম্মদি হানাফি আলেম গণের নিকট আসিয়া বলিতে লাগিল, আমরা বিশেষভাবে আমাদের মৌলবিগণকে বলিয়াছি, কিন্তু তাহারা কিছুতেই বাহাছ করিতে রাজি হন নাই; আমরা তাহাদিগেকে এতদূর বলিয়াছি যে, যদি আপনারা বাহাছ না করেন, তবে আমরা হানাফি হইয়া যাইব। ইহাতেও যখন তাহারা বাহাছ করিতে চাহিলেন না, তখন আর আমরা তাহাদের ধোকায় থাকিব না, এই বলিয়া তওবা করতঃ হানাফি আলেমগণের নিকট মূরিদ হইয়া হানাফি মজহাব অবলম্বন করিলেন।

উক্ত মুরিদগণের নাম — (১) দেলওয়ার মণ্ডল, (২) আদেল মণ্ডল, (৩) রাহাতুল্লা মণ্ডল (৪) মেনাজুদ্দিন মল্লিক, (৫) কাছেম মণ্ডল, (৬) ছহিলদ্দিন বিশ্বাস, (৭) ওয়াহেদ আলী বিশ্বাস ও (৮) কিনু বিশ্বাস; ইহারা মোহাম্মদী মত ত্যাগ করতঃ হানাফি হইয়াছিলেন।

হানাফিগণ যে শর্ত্তনামা পেশ করিয়াছিলেন, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি। যথার্থই এই শর্ত্তনামা অনুযায়ী মজহাব - বিদ্বেষীগণ কার্য্য করিয়া থাকেন, কিন্তু ইহাতে তাহাদের মজহাবের আসারতা প্রকাশ হইয়া পড়িবে, এই জন্যই তাহারা দস্তখত করিতে রাজি হইলেন না। ইহা দেখিয়াই তাহাদের পেটের প্লীহা চমকিয়া উঠিয়াছিল। সত্য যদি তাহাদের পেটের প্লীহা চমকিয়া না থাকে, তবে আমরা বজ্র নিনাদে তাহাদের যাবতীয় মৌলবিগণকে এই শর্ত্তে বাহাছ করিতে আহ্বান করিতেছি। মৌলবি আব্বাছ আলি গত

শুক্রবারের দিবাগত রাত্রে কলেরা পীড়ার ভান করিয়া রওয়ানা হইলেন। শনিবারে মণ্ডলহাটের এলম বখ্‌শ মিঞা মৌলবী আব্বাছ আলীকে বশিরহাটের হোটেলে ভাত খাইতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া ছিলেন, মাজমপুরে বাহাছ হইবে, আপনারা বিজ্ঞাপন দিয়াছেন আপনারা বাহাছের জন্য ডাকিতে গেলেই বাহাছ করিবেন বলিয়াছেন, মৌলবি সাহেব বলিলেন, অসুখ হইয়াছে। তখন তিনি বলিলেন, তবে ভাত খাইতেছেন কেন? উত্তর দিলেন, কোর্টে কাজ আছে, তিনি বলিলেন, বুঝিয়াছি।

নিরপেক্ষ পাঠক, বুঝুন, কলেরা রোগী রাত্রিতে রোগাক্রান্ত হইয়া তৎপর দিবস ৯/১০ টার সময় বশিরহাটের হোটেলে ভাত খায়। ইহাতে কলেরার ভান ও ভয়ে পলায়ণ ভিন্ন আর কি বুঝা যায়? বহু দিবসের ঘটনা সাতক্ষীরা মহকুমা, কলারোয়া থানার অন্তর্গত ঝাউডাঙ্গা, মোকামে মৌলবি আকরম খাঁ, (বর্ত্তমান মোহাম্মদী সম্পাদক) মৌলবি আব্বাস আলী প্রভৃতি ৯/১০ জন মাওলানা মোহাম্মদ রুহল আমিন সাহেবের সহিত মজহাবি বাহাছে কম্পিত ও নিরুত্তর হইয়াছিলেন, সে কথা কি মৌলবি আব্বাস আলী সাহেবের মনে নাই? বোধ হয় সেই ভয়েই কম্পজ্বর অথবা কলেরা হইয়াছিল বটে।

রবিবারে মৌলবি সোলায়মান বেলিয়াঘাটা ব্রিজের নিকট একটী গ্রামে হানিফিদিগের বাহাছে পরাজয় ঘোষণা করিতে লাগিলেন, সেই স্থানের লোক মাজমপূরে আসিয়াছিলেন, তাহারা তাহার মিথ্যাবাদিতা প্রকাশ করিয়া বলিলেন, আপনি থাকুন, আমরা মাওলানা রুহল আমিন সাহেবকে আনিতেছি। এদিকে লোক তাঁহাকে আনিতে রওয়ানা হইলে, মৌলবি সোলায়মান চম্পট দিলেন। পাঠক, মোহাম্মদী কি মৌলবি, কি চেলা সকলেরই জীবনের প্রধান ব্রত বা ধর্ম্ম, মিথ্যা কথা বলা, মিথ্যা কথা না

বলিলে কিছুতেই তাহাদের মত তিষ্ঠিতে পারে না।

হানাফিগণ বলেন শরিয়তের চারিটী দলিল — কোরাণ, হাদিস, এজমা ও সহিহ্ কেয়াস. মোহাম্মদিগণের কেবল কোরান ও হাদিসকে শরিয়তের দলিল বলিয়া স্বীকার করেন, এজমা ও সহিহ্ কেয়াসকে অগ্রাহ্য করেন। এখন তাঁহারা নিম্নোক্ত বিষয়গুলি কোর্আন ও হাদিস হইতে প্রমান দিতে বাধ্য হইবেন।(২) এমাম বোখারি মোসলেম আবু দাউদ নাসায়ী তেরমেজি প্রভৃতি হাদিস তত্ত্ববিদ পণ্ডিতগণ হাদিসের সত্যাসত্য নির্ব্বাচন করিতে যে কয়েক প্রকার কাল্পনিক শর্ত্ত স্থির করতঃ হাদিস বিচার করিয়াছেন তৎসমস্তের প্রমাণ কোর্আন ও হাদিসে আছে কি না? যদি না থাকে, তবে মোহম্মদিগণ এইরূপ কাল্পনিক কথায় তকলিদ করিয়া কিরূপে মোহাম্মদ্দী ও শরিয়তধারী হইলেন? উপরোক্ত হাদিস তত্ত্ববিদ বিদ্বান্গণের মধ্যে কেহ এক হাদিসকে সহিহ্, অপরে উহা হাসান, অন্যে উহা জইফ বলিয়াছেন, তাহাদের একজন এক রাবিকে যোগ্য, অপরে তাহাকে অযোগ্য, অন্যে তাঁহাকে মিথ্যাবাদী ইত্যাদি বলিয়াছেন, তাঁহাদের একজন এক হাদিসকে মনসুখ, অপরে উহাকে গয়রমনসুখ বলিয়াছেন, তাঁহাদের একজন একটী বিষয়কে ফরজ, অপরে উহাকে নফল, একজন একটী বিষয়কে হালাল, অপরে উহাকে হারাম বলিয়াছেন। তাঁহাদের এই প্রকার ভিন্ন ভিন্ন মতের সমস্তই কি সত্য যা গ্রহণীয় হইবে? যদি সমস্তই সত্য বা গ্রহণীয় হয়, তবে ইহার প্রমান মোহম্মদিগণ কোর-আন ও হাদিস হইত দেখাইতে বাধ্য হইবেন। আরযদি কতকগুলি সত্য ও অবশিষ্টগুলি বাতিল হয় তবে সেহাহ্সেত্তা প্রভৃতি হাদিস গ্রন্থের কোন্ কোন্ অংশ বাতিল, ইহা তাঁহারা চিহ্নিত ভাবে প্রকাশ করিতে বাধ্য হইবেন।

উক্ত হাদিস তত্ত্ববিদগণ হাদিস বিচার করিতে গিয়া হাদিসকে সহিহ্

হাসান, জইফ, মর ফু মকতু ইত্যাদি, আখ্যা প্রদান করিয়া কতককে গ্রহণ ও কতককে পরিত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহাদের এমত প্রকার হাদিস বিচার যদি কোর-আন ও হাদিসে কোথায় আছে? বর্ত্তমান যুগে যদি কেহ তাঁহাদের তকলিদ করতঃ স্বীয় বিদ্যা বুদ্ধি দ্বারা তাঁহাদের বিপরীত হাদিসকে সহিহ্ জইফ বলিয়া দাবি করে, তবে সে ব্যক্তি কোর-আন হাদিস অনুযায়ী দোষী হইবে কি না? যদি না হয়, তবে প্রাচীন হাদিস গ্রন্থগুলি অগ্রাহ্য হইয়া যাইবে। আর যদি দোষী হয়, তবে তাঁহারা কোর-আন ও হাদিস হইতে ইহারা প্রমাণ দেখাইবেন। ছয় খণ্ড হাদিস গ্রন্থকে সহিহ্ কেতাব বা সেহাহ্ বলিতে হইবে, উক্ত ছয় খণ্ড কেতাবের হাদিস থাকিলে অন্য হাদিস গ্রন্থের হাদিস গ্রাহ্য হইবে না, ছহিহ্ বোখারি ও মোসলেমের হাদিস থাকিতে অবশিষ্ট চারি খণ্ড কেতাবের হাদিস গ্রাহ্য হইবে না। সহিহ বোখারির হাদিস থাকিতে সহিহ্ মোসলেমের হাদিস গ্রাহ্য হইবে না। ছহিহ বোখারির হাদিস থাকিতে সহিহ্ মোছলেমের হাদিস গ্রাহও হইবে না। হাদিস কাহাকে বলে ? হাদিস কয় প্রকার ? উহাদের প্রত্যেকে ব্যাখ্যা কি? কোন্ কোন্ প্রকার গ্রাহ্য হইবে? এই সমস্ত কথা প্রতিপক্ষগণ কোর-আন ও হাদিস হইতে দেখাইবেন। মৌঃ আব্বাস আলী সাহেব, মৌঃ এফাজদ্দিন সাহেব ও বাবর আলী সাহেব প্রভৃতি মোহাম্মদিগণ যে যে কথা প্রকাশ করিয়াছেন, তৎসমস্ত যে অকাট্য সত্য হইবে, ইহার প্রমাণ কোর-আন হাদিসে কোথায় আছে? সাধারণ মোহামদিগণকে তাঁহাদের ফৎওয়া মান্য করা ফরজ বা হারাম। যদি ফরজ হয় তবে কোন আয়তে, হাদিসে ইহার প্রমাণ আছে? তাঁহারা আলেম কিনা ইহা কিরূপে জানা যাইবে ? যদি আলেম হইবার দাবি করেন তবে তাঁহাকে কোর-আন ও হাদিস হইতে প্রমাণ করিবেন। মাসায়েলে জরুরিয়া ও আহলে হাদিস পত্রিকায় লিখিত বিষয়গুলি সত্য বা বাতীল। যদি সত্য হয় তবে আল্লাহ ও রসুল উহা সত্য হওয়ার কথা

কোথায় বলিয়াছেন? আরবী অক্ষরগুলির নাম, উচ্চারণ, প্রণালি, আরবী ব্যাকরণ ও রাবিদের অবস্থা তাহারা কোর-আন ও হাদিস হইতে দেখাইবেন। ধান্য পাটের সুদ হালাল কি হারাম? হিজড়ার কাফনের ব্যবস্থা কি? কুকুর, বানর ও ভাল্লুকের মল মুত্র পাক কিনা? তাঁহারা কোর-আন ও হাদিছ হইতে দেখাইবেন। মোহাম্মদিগণ বলেন চারি মজহাব বেদাতে জালালা জমহাব মান্য করিলে, ফরুয়াত মসলায় ভিন্ন ভিন্ন মত ধারণ করিলে, কেয়াছ মান্য করিলে, কাফের মোসরেক ও ইবলিসের সঙ্গী হইতে হয়, ইহা তাঁহারা কোর-আন ও ছহিহ হাদিছ হইতে প্রমাণ করিবেন।

(৩) হানাফিগণ বর্ত্তমান যুগের লোকের পক্ষে যে চারি মজহাবের কোন একটী অবলম্বন করা ওয়াজেব, ইহা কোর-আন ও হাদিছ হইতে শরিয়তের যে কয়েকটি দলীল প্রমাণিত হয়, তদদ্বারা উপরোক্ত প্রস্তাব স-প্রমাণ করিবেন।

(৪) বাহাছ কালে যে-কোন প্রকারের কথা উপস্থিত হয়, মোহম্মদিগণ কেবল কোর-আন হাদিছ হইতে ও হানাফিগণ শরিয়তের সপ্রমাণিত সমস্ত দলীল হইতে তৎসমস্তের উত্তর দিতে বাধ্য হইবেন।

(৫) বাহাছের সালিশ গবর্ণমেণ্টের কোন মাদ্রাসার আলেমগণ বা মক্কা মদিনার আলেমগণ হইবেন।

(৬) মোহমদ্দিগণ যখন প্রথমেই বাহাছের আলোচনা করিতেছেন, তখন তাঁহারাই ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুরের নিকট হইতে বাহাছের অনুমতি বাহির করিবেন।

(৭) বাহাছের দিন উভয় পক্ষের সম্মতিতে স্থির করা হইবে। আরও প্রকাশ থাকে যে, উপরোক্ত বিজ্ঞাপন অনুসারে সকল দেশের মুছলমানগণের কর্ত্তব্য এই যে তাঁহারা আপন আপন পীর আলেমগণকে পরস্পর

মোকাবেলা করাইয়া সন্দেহ ভঞ্জন করিয়া লইবেন। যদি কোন পক্ষের আলেমগণ এই মর্ম্মে মোকাবেলা করিতে বাধ্য না হন, তবে সর্ব্বসাধারণে বুঝিবে যে, উক্ত পক্ষের সম্পূর্ণ মিথ্যা প্রবঞ্চনা মাত্র। বাহাছকারিগণকে বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় দস্তখত করিয়া বাহাছ আরম্ভ করিতে হইবে।

মোহাম্মদি পক্ষের স্বাক্ষর — হানাফি পক্ষের স্বাক্ষর —

সমাপ্ত।